অসর্ব্বদেশ, অসর্ব্বপাত্রবিশেষেই “চিৎ” ও “চন” প্রত্যয় ব্যবহার হইয়া থাকে। মূলে উল্লিখিত “কর্হিচিৎ” পদে “কখন” দান করেন না—এইরূপ অর্থ ই প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি বলিতেন—“কর্হিচিদপি ন দদাতি” অর্থাৎ “কখনও” দান করেন না, তবেই আশঙ্কা হইত। এইরূপ না বলায় অর্থাৎ অপি শব্দ না দেওয়ায় বুঝিতে হইবে—সে রতির নাম ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগ নামক ভগবদ্‌রতিই পরমপুরুষার্থ। যতদিন পর্য্যন্ত সেই পুরুষার্থে অর্থাৎ শ্রীভগবানে রতিই মূলপ্রয়োজনবোধে প্রাপ্তির জন্য প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা না জাগে, ততদিন পর্য্যন্তই শ্রীভগবান্ ভক্তি-সাধক ভক্তকে নিজচরণে প্রীতিরই অপর নাম যে রতি, তাহা দান করেন না। “কর্হিচিৎ” পদের দ্বারা এই অর্থ ই পাওয়া যায়। শ্রীভগবানে একমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে ভগবান্ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাও ৭।৫১ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুরবালকগণকে বলিয়াছেন—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতাম্॥”

হে অসুরবালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বহুবৈভবশালিত্ব কিম্বা বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা মুকুন্দের সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারে না। সেই প্রকার শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া—হে প্রভো! আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, বেদাভিজ্ঞতা, ঐন্দ্রিয়ক-বল, কান্তি, প্রতাপ, শারীরবল, উত্তম, জ্ঞানযোগ এবং অষ্টাঙ্গযোগ এই দ্বাদশটির মধ্যে একটিও পরমপুরুষ তোমার সন্তোষবিধানে সমর্থ নয়, কিন্তু একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাই কেবল ভক্তিতেই গজেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই দুইটি প্রমাণের দ্বারা একমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে ভগবান্ ভক্তের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েন, তাহাই দেখান হইয়াছে। ৭।৯।১৪১॥

নন্থ নিরতিশয়নিত্যানন্দরূপস্য ভগবতঃ কথং তয়া সুখমুৎপদ্যেত নিরতিশয়ত্ব-নিত্যত্বয়োর্বিরোধাৎ। উচ্যতে। শাস্ত্রে খলু নিরতিশয়ানন্দত্বং নিত্যত্বঞ্চ ভগবতঃ শ্রূয়তে, ভক্তেরপি তথা তৎপ্রীতিহেতুত্বং শ্রূয়তে। তত এবং গম্যতে। তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য। স্বপরানন্দনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনীনাম্নীবর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ তৎপরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অতএব, তস্য প্রীতি-রূপস্যাপি ভক্তিপ্রীণনীয়ত্বমাহ—যৎপ্রীণনাদ্ বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্‌ মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরি-ঞ্চ্যাৎ। প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্ববিজঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাৎ গয়স্য ॥ ১৪২ ॥

বিশ্ববীজঃ সর্ব্বজীবনহেতুঃ। দেবাদীনাং দ্বন্দৈক্যম্। প্রীতিঃ সুখরূপোঽপি ॥৫॥১৫॥ শ্রীশুকঃ। ॥ ১৪২ ॥